প্রত্যয়

রূপশ্রী ঘোষ

প্রত্যয় কাকে বলে

- যে বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ ধাতু বা শব্দের পরে বা উত্তর (অর্থাৎ প্রকৃতির উত্তর) বসে নতুন শব্দ গঠন করে, তাকে বলা হয় প্রত্যয়।
- -অ, -আ, -ই, -উ ইত্যাদি একবর্ণের প্রত্যয়; -ইমন, -বান্, মান্, ষ্ণায়ন ইত্যাদি একের বেশি বর্ণের প্রত্যয়।
- প্রত্যয় দুরকম। যথা - ১) ধাতুপ্রত্যয় বা কৃৎপ্রত্যয় ও ২) শব্দপ্রত্যয় বা তদ্ধিতপ্রত্যয়।
- তা ছাড়া আর এক শ্রেণির প্রত্যয় আছে, একে ধাত্ববয়ব বলা হয়। যা ধাতু বা নামপদের পরে যুক্ত হয়ে নতুন ধাতু গঠন করে। দেখ্ +আ = দেখা, (দেখানো), হাত + আ = হাতা (হাতানো) ইত্যাদি। 'আ' - ধাত্ববয়ব।

প্রত্যয়

- ধাতুপ্রত্যয় বা কৃৎপ্রত্যয় - ধাতুর পরে যে প্রত্যয় হয়, তা ধাতুপ্রত্যয় বা কৃৎপ্রত্যয়।
- যেমন - দা + তব্য = দাতব্য, চল্ + অন্ত = চলন্ত। -তব্য, -অন্ত প্রভৃতি ধাতুপ্রত্যয় বা কৃৎপ্রত্যয়।
- শব্দপ্রত্যয় বা তদ্ধিতপ্রত্যয় - শব্দের পরে যে প্রত্যয় হয়, তা শব্দপ্রত্যয় বা তদ্ধিতপ্রত্যয়।
- যেমন - বেদ + ষ্ণীক(ইক) = বৈদিক, চোর + আই = চোরাই। -ষ্ণিক, -আই প্রভৃতি শব্দপ্রত্যয় বা তদ্ধিতপ্রত্যয়।
- কৃৎপ্রত্যয়ান্ত শব্দ কৃদন্ত; আর তদ্ধিতপ্রত্যয়ান্ত শব্দ তদ্ধিতান্ত। উপরের উদাহরণে - দাতব্য ও চলন্ত কৃদন্ত শব্দ; বৈদিক ও চোরাই তদ্ধিতান্ত শব্দ।

কৃৎপ্রত্যয় ও তদ্ধিতপ্রত্যয়ের পার্থক্য

- ধাতুর পরে যুক্ত প্রত্যয় কৃৎপ্রত্যয় (গম্+ক্ত =গত, চল্+তি = চলতি); অপরপক্ষে শব্দের পরে যুক্ত প্রত্যয় তদ্ধিতপ্রত্যয় (শ্যাম+ল = শ্যামল, জল+আ = জলা)।
- কৃৎ প্রত্যয়ান্ত শব্দ কৃদন্ত (গত, চলতি ইত্যাদি); অপরপক্ষে তদ্ধিতপ্রত্যয়ান্ত শব্দ তদ্ধিতান্ত (শ্যামল, জলা ইত্যাদি)।
- কৃৎপ্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষ্য বা বিশেষণ হয়। [স্না+অন (অনট্) = স্নান(বি), দৃশ্ + তব্য = দ্রষ্টব্য (বিণ)]; অপরপক্ষে তদ্ধিতপ্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন শব্দও বিশেষ্য বা বিশেষণ হয়। [নীল + ইমা(ইমন্) = নীলিমা (বি), বেদ + ইক(ষ্ণিক) = বৈদিক (বিণ)]।

প্রকৃতি

- ভাষায় যার আর বিভাজন সম্ভব নয়, সেরকম অবিভাজ্য মৌলিক শব্দ বা ধাতুকে বলা হয় প্রকৃতি।
- যেমন - ছা, মা, হাত, চাঁদ, খা, দা, রাখ্, গম্ ইত্যাদি।
- সহজ কথায় প্রকৃতি-প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দের প্রত্যয় অংশ বাদ দিলে যা থাকে, তা প্রকৃতি।
- যেমন - চাঁদ + পানা = চাঁদপানা, 'পানা' প্রত্যয় ওই অংশ বাদ দিলে 'চাঁদ' নামপ্রকৃতি।
- হাস্ + ই = হাসি; 'ই' প্রত্যয়, ওই অংশ বাদ দিলে 'হাস্' ধাতুপ্রকৃতি।
- সুতরাং প্রকৃতি দুই প্রকার ১) নামপ্রকৃতি ও ২) ক্রিয়াপ্রকৃতি বা ধাতুপ্রকৃতি।

সংস্কৃত ধাতুপ্রত্যয় বা কৃৎপ্রত্যয়

- -আন, মান (শানচ্) - '-শানচ্'- এর শ্ ও চ্ লোপ পেয়ে বা ইৎ হয়ে 'আন' হয়। কিছু ধাতুর পরে আন, কিছু ধাতুর পরে মান হয়। আবার ক্ষেত্রবিশেষে -ঈন হয়। এই প্রত্ত্যয়নিষ্পন্ন শব্দগুলি ক্রিয়াবাচক বিশেষণ হয়।

- যেমন - শী + আন(শানচ্) = শয়ান, বৃৎ + মান = বর্তমান, ভাস্ + মান = ভাসমান, কম্প + মান = কম্পমান, উৎ-ঈ + মান = উদীয়মান, মুহ্ + মান = মুহ্যমান, বিদ্ + মান = বিদ্যমান, দৃশ্ + মান = দৃশ্যমান, মৃ + মান = ম্রিয়মাণ, বৃধ্ + মান = বর্ধমান, প্রতি-ই + মান = প্রতীয়মান, চল্ + মান = চলমান।

- অনুরূপ, সেব্-সেব্যমাণ, ধাব্-ধাবমান, দীপ্-দীপ্যমান ইত্যাদি। 'শানচ্' স্থানে 'ঈন'ও হয়। যথা - আস্ + ঈন(শানচ্) = আসীন।

- উল্লেখ্য পৌনঃপুন্য অর্থে-যঙ্ প্রত্যয়ান্ত ধাতুর পরে 'মান'(শানচ্) প্রত্যয় যোগে নতুন শব্দ গঠিত হয়। যেমন - দীপ্ +যঙ্ + মান(শানচ্) = দেদীপ্যমান, দুল + যঙ্ + মান = দোদুল্যমান, রুদ্ + যঙ্ + মান = রোরুদ্যমান ইত্যাদি।

- -ক্যঙ প্রত্যয়ান্ত নাম ধাতুর পরেও মান(শানচ্) প্রত্যয় হয়। যথা - ধূম + ক্যঙ + মান = ধূমায়মান, শব্দ + ক্যঙ = শব্দায় + মান = শব্দায়মান ইত্যাদি।

সংস্কৃত ধাতুপ্রত্যয় বা কৃৎপ্রত্যয়

- -তা(-তৃচ্ > -তৃ> -তা) - 'তৃচ্' এর 'চ্' ইৎ হয় বা লোপ পায়। তার ফলে 'তৃচ্' প্রত্যয়ান্ত শব্দ 'তৃ' অন্ত হয়। পুংলিঙ্গে প্রথমার একবচনে হয় 'তা'। যেমন - ধা + তৃচ্ = ধাতৃ > ধাতা(পুং), ধাত্রী(স্ত্রী)। এই প্রয়নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষ্য হয়।

- দা + তা = দাতা, যুধ্ + তা = যোদ্ধা, নী + তা = নেতা, কৃ + তা = কর্তা, ত্রৈ + তা = ত্রাতা, জায়া-মা + তা = জামাতৃ > জামাতা, ক্রি + তা = ক্রেতা, অভি-নী + তা = অভিনেতা, বি-ধা + তা = বিধাতা, প্র-নী + তা = প্রণেতা, দুহ্ + তা = দুহিতৃ > দুহিতা, গ্রহ্ + তা = গ্রহীতা, বচ্ + তা = বক্তা, শ্রু + তা = শোতৃ > শ্রোতা।

- এরকম - জি-জেতা, পা-পিতা, মা-মাতা, প্রবক্তা ইত্যাদি।

সংস্কৃত ধাতুপ্রত্যয় বা কৃৎপ্রত্যয়

- -ইষ্ণু - শীলার্থে বা স্বভাব অর্থে এই প্রত্যয় হয়। এই প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ হয় বিশেষণ।
- যেমন - বৃধ্ + ইষ্ণু = বর্ধিষ্ণু, সহ্ + ইষ্ণু = সহিষ্ণু, চল্ + ইষ্ণু = চলিষ্ণু, ক্ষি + ইষ্ণু = ক্ষয়িষ্ণু, গ্রহ্ + ইষ্ণু = গ্রহিষ্ণু, রুচ্ + ইষ্ণু = রোচিষ্ণু, জি + ইষ্ণু = জিষ্ণু, চর্ + ইষ্ণু = চরিষ্ণু ইত্যাদি।
- -অন(অন্ট) - 'অন্ট' এর 'ট' লোপ পায়। ফলে 'অন' হয়। এই প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষ্য হয়।
- যেমন - গম্ + অন(অন্ট) = গমন, নী + অন = নয়ন, দৃশ্ + অন = দর্শন, শ্রু + অন = শ্রবণ, স্মৃ + অন = স্মরণ, চল্ + অন = চলন, আস্ + অন = আসন, অধি-ই + অন = অধ্যয়ন, অণু-বি-ইক্ষ্ + অন = অণুবীক্ষণ, শী + অন = শয়ন, পা + অন = পান ইত্যাদি।

সংস্কৃত ধাতুপ্রত্যয় বা কৃৎপ্রত্যয়

- -তি(-ক্তি) - ধাতুর পরে এই প্রত্যয় যোগে ভাববাচক বিশেষ্য পদ গঠিত হয়।

- যেমন - গম্ + ক্তি(তি) = গতি, স্মৃ + তি = স্মৃতি, দৃশ্ + তি = দৃষ্টি, শম্ + তি = শান্তি, কৃ + তি = কৃতি, শ্রম্ + তি = শ্রান্তি, তৃপ্ + তি = তৃপ্তি, শ্রু + তি = শ্রুতি, দীপ্ + তি = দীপ্তি, মুচ্ + তি = মুক্তি, ভী + তি = ভীতি, স্থা + তি = স্থিতি, শক্ + তি = শক্তি, মন্ + তি = মতি, কৃষ্ + তি = কৃষ্টি, খ্যা + তি = খ্যাতি, বুধ্ + তি = বুদ্ধি, সৃজ + তি = সৃষ্টি, গৈ + তি = গীতি, প্রতি-পদ্ + তি = প্রতিপত্তি, বি-জ্ঞপ্ + ণিচ্ + তি = বিজ্ঞপ্তি, প্র-গম্ + তি = প্রগতি, বচ্ + তি = উক্তি, সম্-কৃ + তি = সংস্কৃতি, সুপ্ + তি = সুপ্তি ইত্যাদি।

- -তব্য - 'উচিত' বা 'করার যোগ্য' অর্থে এই প্রত্যয় হয়। এই প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষণ হয়।

- যেমন - গম্ + তব্য = গন্তব্য, বচ্ + তব্য = বক্তব্য, দা + তব্য = দাতব্য, স্মৃ + তব্য = স্মর্তব্য, ধৃ + তব্য = ধর্তব্য, জ্ঞা + তব্য = জ্ঞাতব্য, ভক্ষ্ + তব্য = ভক্ষিতব্য, ভূ + তব্য = ভবিতব্য, কৃ + তব্য = কর্তব্য, দৃশ্ + তব্য = দ্রষ্টব্য ইত্যাদি।

সংস্কৃত ধাতুপ্রত্যয় বা কৃৎপ্রত্যয়

- -অনীয় - 'উচিত' বা 'যোগ্য' অর্থে এই প্রত্যয় হয়। এই প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দও বিশেষণ হয়।
- যেমন - কৃ + অনীয় = করণীয়, পূজ্ + অনীয় = পূজনীয়, দৃশ্ + অনীয় = দর্শনীয়, শ্রু + অনীয় = শ্রবণীয়, লক্ষ্ + অনীয় = লক্ষণীয়, পা + অনীয় = পানীয়, রম্ + অনীয় = রমণীয়, শুচ্ + অনীয় = শোচনীয়, রক্ষ্ + অনীয় = রক্ষণীয়, মান + অনীয় = মাননীয়, সহ্ + অনীয় = সহনীয়, দা + অনীয় = দানীয়, স্পৃহ্ + অনীয় = স্পৃহণীয়, গম্ + অনীয় = গমনীয় ইত্যাদি।
- -য - -যৎ, ণ্যৎ, -ক্যপ এই তিনটি সংস্কৃত প্রত্যয়কে বাংলায় '-য' প্রত্যয়রূপে গণ্য করা হয়। উচিত বা যোগ্য অর্থে এই প্রত্যয় হয়।
- -যৎ - 'ৎ' লোপ পায়, 'য' থাকে। এই প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ সাধারণত বিশেষণ হয়।
- যেমন - দা + য(-যৎ) = দেয়, গৈ + য = গেয়, পা + য = পেয়, জি + য = জেয়, হা + য = হেয়, জ্ঞা + য = জ্ঞেয়, ধা + য = ধেয়, পরি-ধা + য = পরিধেয়, অনু-মা + য = অনুমেয়, উপ-আ-দা + য = উপাদেয়, রম্ + য = রম্য, সহ্ + য = সহ্য, শস্ + য = শস্য, হন্ + য = বধ্য, লভ্ + য = লভ্য, নেয়, শক্য, গম্য ইত্যাদি।

সংস্কৃত ধাতুপ্রত্যয় বা কৃৎপ্রত্যয়

- -ণৎ - ‘ণ’ ও ‘ৎ’ লোপ হয়, ‘য’ থাকে। এই প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষণ হয়, কখনো-কখনো বিশেষ্য হয়।

- যেমন - বিদ্ + য(ণৎ) = বেদ্য, শ্রু + য = শ্রাব্য, ধৃ + য = ধার্য, পঠ্ + য = পাঠ্য, লক্ষ্ + য = লক্ষ্য, ত্যজ্ + য = ত্যাজ্য, হস্ + য = হাস্য, বচ্ + য = বাচ্য, পচ্ + য = পাচ্য, ভৃ + য + আ = ভার্যা, ভিদ্ + য = ভেদ্য, ঋ + য = আর্য, ভুজ্ + য = ভোজ্য, ভোগ্য; বি-চর্ + য = বিচার্য, প্র-যুজ্ + য = প্রযোজ্য ইত্যাদি।

- -ক্যপ - ‘ক্’ ও ‘প্’ লোপ পায় ‘য’ থাকে। এই প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষ্য হয়।

- যেমন - ভৃ + য(-ক্যপ) = ভৃত্য, দৃশ্ + য = দৃশ্য, সৃ + য = সূর্য, শাস্ + য = শিষ্য, বিদ্ + য + আ = বিদ্যা, হন্ + য + আ = হত্যা ইত্যাদি।

সংস্কৃত ধাতুপ্রত্যয় বা কৃৎপ্রত্যয়

- -অ - 'ইচ্ছা' অর্থে ধাতুর উত্তর '-সন্' প্রত্যয় হয়। '-সন্' প্রত্যয়ান্ত ধাতুর উত্তর '-অ' প্রত্যয় যোগে ভাববাচক বিশেষ্য হয় এবং স্ত্রী-প্রত্যয় 'আ' যুক্ত হয়।

- যেমন - শ্রু + '-সন্' (ইচ্ছার্থে) শুশ্রূষ্ (-সন্ প্রত্যয়ান্ত ধাতু) + অ (ভাববাচ্যে) = শুশ্রূষ + আ (স্ত্রী) = শুশ্রূষা [শ্রু + সন্ + অ + আ = শুশ্রূষা]।

- এরকম - জ্ঞা + সন্ + অ + আ = জিজ্ঞাসা, পা + সন্ + অ + আ = পিপাসা, দৃশ্ + সন্ + অ + আ = দিদৃক্ষা, লভ্ + সন্ + অ + আ = লিপ্সা, জি + সন্ + অ + আ = জিগীষা, হন্ + সন্ + অ + আ = জিঘাংসা, গুপ্ + সন্ + অ + আ = জুগুপ্সা, বচ্ + সন্ + অ + আ = বিবক্ষা, অনু-কৃ + সন্ + অ + আ = অনুচিকীর্ষা, অনু-সম্ + সন্ + অ + আ = অনুসন্ধিৎসা, কিৎ + সন্ + অ + আ = চিকিৎসা ইত্যাদি।

- উ-কারান্ত হলে বিশেষণ হয়। যথা - জ্ঞা + সন্ + উ = জিজ্ঞাসু, মৃ + সন্ + উ = মুমূর্ষু, বচ্ + সন্ + উ = বিবক্ষু, গুহ্ + সন্ + উ = জুঘুক্ষু, মুচ্ + সন্ + উ = মুমুক্ষু ইত্যাদি।

সংস্কৃত ধাতুপ্রত্যয় বা কৃৎপ্রত্যয়

- -অক (-ণক) - ‘ণক’ স্থানে ‘অক’ হয়। ‘ণ’ লোপ পায়। এই প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষ্য ও বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়।

- যেমন - পচ্ + অক(-ণক) = পাচক, নী + অক = নায়ক, পঠ্ + অক = পাঠক, হন্ + অক = ঘাতক, রক্ষ্ + অক = রক্ষক, ভক্ষ্ + অক = ভক্ষক, গৈ + অক = গায়ক, কৃ + অক = কারক, জন্ + অক = জনক, শুষ্ + অক = শোষক, সেব্ + অক = সেবক, রনজ্ + অক = রজক (ন লোপ), হিনস্ + অক = হিংসক, নিন্দ + অক = নিন্দক, বি-ধা + অক = বিধায়ক, দৃশ্ + অক = দর্শক, পরি-ব্রজ + অক = পরিব্রাজক, পূ + অক = পাবক, শিক্ষ্ + ণিচ্ + অক = শিক্ষক, পরি-ইক্ষ্ + অক = পরীক্ষক, শাস্ + অক = শাসক, স্মৃ + অক = স্মারক, পালি + অক = পালক, বি-দৃ + অক = বিদারক, কৃষ্ + অক = কর্ষক বা কৃষক, সম্-পাদি + অক = সম্পাদক, উৎ-পাদি + অক = উৎপাদক, নির্-বাচি + অক = নির্বাচক ইত্যাদি।

বাংলা ধাতুপ্রত্যয় বা কৃৎপ্রত্যয়

- -অ - এই প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য হয়। অ-উচ্চারণ লোপ পায়। এজন্য একে শূন্য প্রত্যয়ও বলা হয়।
- যেমন ঝুল্ + অ = ঝুল, ধর্ + অ = ধর, হার্ + অ = হার, বাড়্ + অ = বাড়, কাঁদ্ + অ = কাঁদ, পড়্ + অ = পড়, মর্ + অ = মর (মরমর), ছুট্ + অ = ছুট, বাঁধ্ + অ = বাঁধ, ডাক্ + অ = ডাক ইত্যাদি।
- ‘অ’ প্রত্যয় যোগে অনেক সময় ধাতুর স্বরের পরিবর্তন হয়।
- যেমন - ফুঁড়্ + অ = ফোঁড়, বুল্ + অ = বোল, দোল, ঘের। এক্ষেত্রে অন্তে অ-এর উচ্চারণ লোপ পায়।
- ঈষদ্ভাব বা আসন্নতা বা সম্ভাব্যতা অর্থে ‘-অ’ প্রত্যয়ের উচ্চারণ ‘ও’ এর মতো হয়।
- যেমন - ডুব্ + অ = ডুব (ডুবো, ডুবো-ডুবো), কাঁদ্ + অ = কাঁদ(কাঁদো, কাঁদো-কাঁদো)।

বাংলা ধাতুপ্রত্যয় বা কৃৎপ্রত্যয়

- -অত, -অতা,(-তা), -অতি (-তি) - এই প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দগুলো বিশেষ্য ও বিশেষণ হয়।
- যেমন - মান্ + অত = মানত, বস্ + অত = বসত, বহ্ + অতা = বহতা, বস্ + অতি = বসতি, ফির্ + অত = ফিরত, ফেরত, পড়্ + তা = পড়তা, ফির্ + তা = ফিরতা, ফেরতা, জান্ + তা = জান্তা, উঠ্ + তি = উঠতি, কাট্ + তি = কাটতি, বাড়্ + তি = বাড়তি, ঝড়্ + তি = ঝড়তি ইত্যাদি।
- অনুরূপ - ভরতি, ঘাটতি, গলতি, কমতি, ঝরতি, দেখতা, ধরতা ইত্যাদি।

বাংলা ধাতুপ্রত্যয় বা কৃৎপ্রত্যয়

- -অন - এই প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য হয়। ক্রিয়াবাচক ছাড়া বস্তুবাচকও হয়।

- ক্রিয়াবাচক - নড়্ + অন = নড়ন, নাচ্ + অন = নাচন, কাঁদ্ + অন = কাঁদন, গড়্ + অন = গড়ন, বাড়্ + অন = বাড়ন, বাঁধ্ + অন = বাঁধন, চল্ + অন = চলন, কর্ + অন = করণ, পর্ + অন = পরন, দেখ্ + অন = দেখন, চড়্ + অন = চড়ন, খা + অন = খাওন, হ্ + অন = হওন ইত্যাদি।

- এরকম- ঘুর্ - ঘুরন, বুল্-বলন, ভাঙ্ - ভাঙন, গাঁথ্ - গাঁথন, কাঁপ্ - কাঁপন, ফল্ - ফলন, ঝুল্ - ঝুলন ইত্যাদি।

- বস্তুবাচক - মাজ্ + অন = মাজন, ঝাড়্ + অন = ঝাড়ন ইত্যাদি।

বাংলা ধাতুপ্রত্যয় বা কৃৎপ্রত্যয়

- -অন্ত - এই প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষণ হয়।
- যেমন - বাড়্ + অন্ত = বাড়ন্ত, ফল্ + অন্ত = ফলন্ত; অনুরূপ, ফুটন্ত, ঝুলন্ত, ঘুমন্ত জীয়ন্ত ইত্যাদি।
- -আ, -আও - '-আ' প্রত্যয়নিষপন্ন শব্দ বিশেষ্য ও বিশেষণ হয়।
- ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য - হাস্ + আ = হাসা, দেখ্ + আ = দেখা, পড়্ + আ = পড়া, পা + আ = পাবা > পাওয়া, খা + আ = খাওয়া, যা + আ = যাওয়া ইত্যাদি।
- বিশেষণ - কাট্ + আ = কাটা, ধর্ + আ = ধরা, রাঁধ্ + আ = রাঁধা ইত্যাদি।
- '-আও' প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষ্য হয়।
- যেমন - ঘির্ + আও = ঘেরাও। ফল + আও = ফলাও, চড়্ + আও = চড়াও, অনুরূপ, পাকড়াও, লাগাও, ঢালাও ইত্যাদি।

বাংলা ধাতুপ্রত্যয় বা কৃৎপ্রত্যয়

- -আন (আনো) - আ-কারান্ত ধাতু বা নামধাতুর উত্তর এই প্রত্যয় হয়।
- যেমন - চালা + আন (আনো) = চালান (চালানো), জোগা + আন (আনো) = জোগান (জোগানো), জানা + আন (আনো) = জানান (জানানো), জুতা + আন (আনো) = জুতান (জুতানো), হাতা + আন (আনো) = হাতান (হাতানো), ঠকা + আন (আনো) = ঠকান (ঠকানো) ইত্যাদি।
- -অনি, -উনি - এই প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষ্য হয়।
- যেমন - নাচ্ + অনি, উনি = নাচনি, নাচুনি, কাঁপ্ + অনি, উনি = কাঁপনি, কাঁপুনি, ছাঁক্ + অনি, উনি = ছাঁকনি, ছাঁকুনি, রাঁধ্ + অনি, উনি = রাঁধনি, রাঁধুনি। অনুরূপ, জ্বলনি, জ্বলুনি, খাটনি, খাটুনি, গাঁথনি, গাঁথুনি, চালনি, চালুনি, পিটনি, পিটুনি ইত্যাদি।

বাংলা ধাতুপ্রত্যয় বা কৃৎপ্রত্যয়

- -ইয়ে - 'দক্ষ' অর্থে এই প্রত্যয় যোগে কতৃবাচক নামশব্দ গঠিত হয়।
- যেমন - বল্ + ইয়ে = বলিয়ে, খা + ইয়ে = খাইয়ে, নাচ্ + ইয়ে = নাচিয়ে, কহ্ + ইয়ে = কহিয়ে > কইয়ে, লিখ্ + ইয়ে = লিখিয়ে, লড়্ + ইয়ে = লড়িয়ে, জান্ + ইয়ে = জানিয়ে ইত্যাদি।
- -উক, -উয়া (ও) - 'স্বভাব' অর্থে এই প্রত্যয় হয়।
- যেমন - মিশ্ + উক = মিশুক, নিন্দ্ + উক = নিন্দুক, ভূ + উক = ভাবুক, পড়্ + উয়া = পড়ুয়া > পড়ো ইত্যাদি।
- -না - এই প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ ক্রিয়াবাচক ও বস্তুবাচক বিশেষ্য হয়।
- ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য - কাঁদ্ + না = কাঁদনা, রাঁধ্ + না = রাঁধনা, ধর্ + না = ধন্না, কর্ + না = কন্না (ঘরকন্না) ইত্যাদি।
- বস্তুবাচক বিশেষ্য - ঢাক্ + না = ঢাকনা, বাট + না = বাটনা, ঝর্ + না = ঝরনা, ছাদ্ + না = ছাদনা, বাজ্ + না = বাজনা ইত্যাদি।

সংস্কৃত শব্দপ্রত্যয় বা তদ্ধিতপ্রত্যয়

- -অ (-ষ্ণ) - 'ষ্ণ' স্থানে 'অ' হয়।

- অপত্যার্থে - ভৃগু + অ (ষ্ণ) = ভার্গব, দনু + অ = দানব, জহ্নু + অ + ঈ = জাহ্নবী, মনু + অ = মানব, সুমিত্রা + অ = সৌমিত্র, জনক + অ + ঈ = জানকী, দুহিত + অ = দৌহিত্র, পুত্র + অ = পৌত্র, রঘু +অ = রাঘব, পৃথা + অ = পার্থ, কুরু + অ = কৌরব, দনু + অ = দানব ইত্যাদি।

- সম্বন্ধার্থে - শরীর + অ = শারীর, ভগবত + অ = ভাগবত, নিশা + অ = নৈশ, অণু + অ = আণব, হেমন্ত + অ = হৈমন্তিক, পিশাচ + অ = পৈশাচ, পৃথিবী + অ = পার্থিব, দেব + অ = দৈব, পশু + অ = পাশব, ধাতু + অ = ধাতব, বস্তু + অ = বাস্তব ইত্যাদি।

সংস্কৃত শব্দপ্রত্যয় বা তদ্ধিতপ্রত্যয়

- ভক্ত উপাসক অর্থে - বিষ্ণু + অ = বৈষ্ণব, ব্রহ্ম + অ = ব্রাহ্ম, জিন + অ = জৈন, শিব + অ = শৈব, শক্তি + অ = শাক্ত, বুদ্ধ + অ = বৌদ্ধ ইত্যাদি।
- বিকার অর্থে - পয়স্ + অ = পায়স, তিল + অ = তৈল, হিম + অ = হৈম, বিধি + অ = বৈধ ইত্যাদি।
- ভাবার্থে - মুনি + অ = মৌন, যুবন্ + অ = যৌবন, গুরু + অ = গৌরব, কুশল + অ = কৌশল, শিশু + অ = শৈশব, লঘু + অ = লাঘব ইত্যাদি।
- অন্যান্য অর্থে - মগধ + অ = মাগধ, ছত্র + অ = ছাত্র, পরিষদ্ + অ = পারিষদ, নগর + অ = নাগর ইত্যাদি।

সংস্কৃত শব্দপ্রত্যয় বা তদ্ধিতপ্রত্যয়

- -য (-ষ্ণ্য) - ‘ষ্ণ্য’ স্থানে ‘য’ হয় [য-ফলা]।
- অপত্যার্থে - যজ্ঞবল্ক + য (ষ্ণ্য) = যাজ্ঞবল্ক্য, দিতি + য = দৈত্য, ত্রিলোকী + য = ত্রৈলোক্য, গর্গ + য = গার্গ্য, মনু + য = মনুষ্য, অদিতি + য = আদিত্য, চণক + য = চাণক্য, জমদগ্নি + য = জামদগ্ন্য ইত্যাদি।
- ভাবার্থে - বিচিত্র + য = বৈচিত্র্য, দরিদ্র + য = দারিদ্র্য, পুরোহিত + য = পৌরোহিত্য, গ্রাম + য = গ্রাম্য, মধুর + য = মাধুর্য, সহিত + য = সাহিত্য, সুজন + য = সৌজন্য, সুভগ + য = সৌভাগ্য, লবণ + য = লাবণ্য ইত্যাদি।
- তার উপযুক্ত অর্থে - অতিথি + য = আতিথ্য, প্রধান + য = প্রাধান্য, স্থির + য = স্থৈর্য, দূত + য = দৌত্য, স্বতন্ত্র + য = স্বাতন্ত্র্য ইত্যাদি।

সংস্কৃত শব্দপ্রত্যয় বা তদ্ধিতপ্রত্যয়

- -ই (ষ্ণি) - 'ষ্ণি' স্থানে 'ই' হয়।
- অপত্যার্থে - রাবণ + ই (ষ্ণি) = রাবণি, দশরথ + ই = দাশরথি, সুমিত্রা + ই = সৌমিত্রি, অর্জুন + ই = আর্জুনি, সত্যক + ই = সাত্যকি ইত্যাদি।
- -এয় (-ষ্ণেয়) - 'ষ্ণেয়' স্থানে 'এয়' হয়।
- অপত্যার্থে - গঙ্গা + এয় (-ষ্ণেয়) = গাঙ্গেয়, কুন্তী + এয় = কৌন্তেয়, অত্রি + এয় = আত্রেয়, বিনতা + এয় = বৈনতেয়, রাধা + এয় = রাধেয়, ভগিনী + এয় = ভাগিনেয়, কার্তিক + এয় = কার্তিকেয়, সরমা + এয় = সারমেয়, ইতর + এয় = ঐতরেয়, বিমাতৃ + এয় = বৈমাত্রেয় ইত্যাদি।
- ভাবার্থে - অতিথি + এয় = আতিথেয়, অগ্নি + এয় = আগ্নেয়, পুরুষ + এয় = পৌরুষেয়, পথ + এয় = পাথেয় ইত্যাদি।

সংস্কৃত শব্দপ্রত্যয় বা তদ্ধিতপ্রত্যয়

- -আয়ন (ষ্ণায়ন) - ‘ষ্ণায়ন’ স্থানে ‘আয়ন’ হয়।
- অপত্যার্থে- দক্ষ + আয়ন (ষ্ণায়ন) = দাক্ষায়ণ, নর + আয়ন = নারায়ণ, বৎস + আয়ন = বাৎসায়ন, দ্রোণ + আয়ন = দ্রৌণায়ন ইত্যাদি।
- অন্য অর্থে - দ্বীপ + আয়ন = দ্বৈপায়ন, রাম + আয়ন = রামায়ণ ইত্যাদি।
- -ষ্ণীয় (-ঈয়) - ‘ষ্ণীয়ন’ স্থানে ‘ঈয়’ হয়।
- সম্বন্ধ অর্থে - বাষ্প + ঈয় (ষ্ণীয়) = বাষ্পীয়, রবিবাসর + ঈয় = রবিবাসরীয়, তদ্ + ঈয় = তদীয়, দেশ + ঈয় = দেশীয়, ইউরোপ + ঈয় ইউরোপীয়, স্ব + ঈয় = স্বীয়, জল + ঈয় = জলীয়, রাষ্ট্র + ঈয় = রাষ্ট্রীয়, বঙ্গ + ঈয় = বঙ্গীয়, নাটক + ঈয় = নাটকীয়, মিশর + ঈয় = মিশরীয়, ভারত + ঈয় = ভারতীয়, এশিয়া + ঈয় = এশীয়, ধর্ম + ঈয় = ধর্মীয় ইত্যাদি।
- জাত অর্থে - জিহ্বামূল + ঈয় = জিহ্বামূলীয়, পর্বত + ঈয় = পার্বতীয় ইত্যাদি।

সংস্কৃত শব্দপ্রত্যয় বা তদ্ধিতপ্রত্যয়

- -ইক (ষ্ণিক) - 'ষ্ণিক' স্থানে 'ইক' হয়।

- সম্বন্ধ অর্থে - তর্ক + ইক (ষ্ণিক) = তার্কিক, ন্যায় + ইক = নৈয়ায়িক, ইতিহাস + ইক = ঐতিহাসিক, বেদান্ত + ইক = বৈদান্তিক, পুরাণ + ইক = পৌরাণিক, দেব + ইক = দৈবিক, অধিদেব + ইক = আধিদৈবিক, গণতন্ত্র + ইক = গণতান্ত্রিক, ভূত + ইক = ভৌতিক, অলংকার + ইক = আলংকারিক, শরীর + ইক = শারীরিক, ইহ্ + ইক = ঐহিক, ভূগোল + ইক = ভৌগলিক লোক + ইক = লৌকিক, সাহিত্য + ইক = সাহিত্যিক, রবীন্দ্র + ইক = রাবীন্দ্রিক, পশু + ইক = পাশবিক, সংবাদ + ইক = সাংবাদিক, মনস্ + ইক = মানসিক, মানব + ইক = মানবিক, দানব + ইক = দানবিক ইত্যাদি।

- স্ব-অর্থে - বর্ষ + ইক = বার্ষিক, অণু + ইক = আণবিক, মূল + ইক = মৌলিক, নগর + ইক = নাগরিক, অঙ্গ + ইক = আঙ্গিক, চরিত্র + ইক = চারিত্রিক, স্বদেশ + ইক = স্বাদেশিক, দিন + ইক = দৈনিক, সপ্তাহ + ইক = সাপ্তাহিক ইত্যাদি।

সংস্কৃত শব্দপ্রত্যয় বা তদ্ধিতপ্রত্যয়

- -ইত জাতার্থে - পুষ্প + ইত = পুষ্পিত, ক্ষুধা + ইত = ক্ষুধিত, মূর্ছা + ইত = মূর্ছিত, ত্বরা + ইত = ত্বরিত, ফল + ইত = ফলিত, সেবা + ইত = সেবাইত, পিপাসা + ইত = পিপাসিত, অঙ্কুর + ইত = অঙ্কুরিত, কণ্টক + ইত = কণ্টকিত, মুকুল + ইত = মুকুলিত, কুসুম + ইত = কুসুমিত, পুলক + ইত = পুলকিত, কল্লোল + ইত = কল্লোলিত, পুঞ্জ + ইত = পুঞ্জিত, দুঃখ + ইত = দুঃখিত, লজ্জা + ইত = লজ্জিত, রোমাঞ্চ + ইত = রোমাঞ্চিত, বুভুক্ষু + ইত = বুভুক্ষিত ইত্যাদি।

- -ইন্ - পুংলিঙ্গে প্রথমার একবচনে 'ইন্' - এর উত্তর 'ঈ' হয়। অস্ত্যর্থে এই প্রত্যয় হয়।

- যেমন - জ্ঞান + ইন্ = জ্ঞানিন্ > জ্ঞানী (পুং), সুখ + ইন্ = সুখিন্ > সুখী, হস্ত + ইন্ = হস্তী, রথ + ইন্ = রথী, ধন + ইন্ = ধনী, সাহস + ইন্ = সাহসী, বল + ইন্ = বলী, দণ্ড + ইন্ = দণ্ডী, অর্থ + ইন্ = অর্থী, গুণ + ইন্ = গুণী, রোগ + ইন্ = রোগী ইত্যাদি।

- স্ত্রীলিঙ্গে 'ইনি' হয়। যথা - প্রণয় + ইন্ + ঈ = প্রণয়িনী, তট্ + ইন্ + ঈ = তটিনী, প্রবাহ + ইন্ + ঈ = প্রাবাহিণী ইত্যাদি।

সংস্কৃত শব্দপ্রত্যয় বা তদ্ধিতপ্রত্যয়

- -ঈন্ - 'ভাব', 'নিমিত্ত' ইত্যাদি অর্থে এই প্রত্যয় হয়।
- যেমন - কুল + ঈন = কুলীন, কাল + ঈন = কালীন, গ্রাম + ঈন = গ্রামীণ, সর্বাঙ্গ + ঈন = সর্বাঙ্গীণ, কন্যা + ঈন = কানীন, সম্মুখ + ঈন = সম্মুখীন, নব + ঈন = নবীন, বিশ্বজন + ঈন = বিশ্বজনীন, সর্বজন + ঈন = সর্বজনীন / সার্বজনীন ইত্যাদি।
- -বী (-বিন্) - পুংলিঙ্গে প্রথমার একবচনে 'বিন্' স্থলে 'বী' হয়, স্ত্রীলিঙ্গে 'বিনী'।
- যেমন - তেজস্ + বী (বিন্) = তেজস্বী (পুং), মেধা + বী = মেধাবী, যশস্ + বী = যশস্বী, মনস্ + বী = মনস্বী, তপস্বী, মায়াবী ইত্যাদি।
- স্ত্রীলিঙ্গে - তেজস্ + বী (বিন্) + ঈ = তেজস্বিনী, স্রোতস্বিনী, তপস্বিনী, পয়স্বিনী ইত্যাদি।

সংস্কৃত শব্দপ্রত্যয় বা তদ্ধিতপ্রত্যয়

- -ময় - 'বিকার', 'ব্যাপ্তি', 'সংসর্গ' ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থে - মৃৎ + ময় = মৃণ্ময়, চিৎ + ময় = চিন্ময়, হিরণ্য + ময় = হিরণ্ময়, স্বর্ণ + ময় = স্বর্ণময়, জল + ময় = জলময়, তেজস্ + ময় = তেজোময়, আনন্দ + ময় = আনন্দময়, বাক্ + ময় = বাঙ্ময়, ধূলি + ময় = ধূলিময়, কাষ্ঠ + ময় = কাষ্ঠময় ইত্যাদি।

- -মতুপ্ (-মান), -বতুপ্ (-বান) - 'মতুপ'-এ পুংলিঙ্গে প্রথমার একবচনে 'মান্', ও স্ত্রীলিঙ্গে 'মতী' হয়। যথা - ধী + মতুপ্ = ধীমৎ > ধীমান, বুদ্ধি + মতুপ্ = বুদ্ধিমান (পুং), বুদ্ধিমতী (স্ত্রী), শ্রী + মতুপ্ = শ্রীমৎ > শ্রীমান (পুং), শ্রীমতী (স্ত্রী)। অনুরূপ, আয়ুষ্মান, শক্তিমান, অংশুমান ইত্যাদি।

- '-বতুপ্'-এ পুংলিঙ্গে প্রথমার একবচনে 'বান' ও স্ত্রীলিঙ্গে 'বতী' হয়।

- যেমন - শ্রদ্ধা + বতুপ্ = শ্রদ্ধাবৎ> শ্রদ্ধাবান (পুং), শ্রদ্ধাবতী (স্ত্রী), পুণ্য + বতুপ্ = পুণ্যবান, পুণ্যবতী, সৌভাগ্য + বতুপ্ = সৌভাগ্যবান, সৌভাগ্যবতী, বল + বতুপ্ = বলবান, বলবতী, স্বাস্থ্য + বতুপ্ = স্বাস্থ্যবান, স্বাস্থ্যবতী। অনুরূপ, জ্ঞানবান, ধনবান, দয়াবান, চরিত্রবান, ভাগ্যবান ইত্যাদি।

- নিপাতনে - তদ্ + বতুপ্ = তাবৎ, যৎ + বতুপ্ = যাবৎ, কিম্ + বতুপ্ = কিয়ৎ ইত্যাদি।

সংস্কৃত শব্দপ্রত্যয় বা তদ্ধিতপ্রত্যয়

- -তন্ - পূর্ব + তন = পূর্বতন, সনা + তন = সনাতন, অধঃ + তন = অধস্তন, নব + তন = নবতন > নূতন, চিরম্ + তন = চিরন্তন, ঊর্ধ্ব + তন = ঊর্ধ্বতন, প্রাক্ + তন = প্রাক্তন, অদ্য + তন = অদ্যতন, অধুনা + তন = অধুনাতন। এরকম, ইদানীন্তন, উপরিতন, পুরাতন ইত্যাদি।

- -ইমা (ইমন্) - 'ইমন্' স্থানে 'ইমা' হয়।

- ভাবার্থে - চন্দ্র + ইমন্(ইমা) = চন্দ্রিমা, শ্যামল + ইমা = শ্যামলিমা, গুরু + ইমা = গরিমা, তনু + ইমা = তনিমা, জড় + ইমা = জড়িমা, মহৎ + ইমা = মহিমা, নীল + ইমা = নীলিমা, রক্ত + ইমা = রক্তিমা, দীর্ঘ + ইমা = দ্রাঘিমা, লঘু + ইমা = লঘিমা, কাল + ইমা = কালিমা, বহু + ইমা = ভুমা, মধুর + ইমা = মধুরিমা, লাল + ইমা = লালিমা ইত্যাদি।

সংস্কৃত শব্দপ্রত্যয় বা তদ্ধিতপ্রত্যয়

- -র, -ল - পাণ্ডু + র = পাণ্ডুর, নগ + র = নগর এইরকম, ঊষর, মুখর, মধুর ইত্যাদি।
- শীত + ল = শীতল, শ্যাম + ল = শ্যামল, শ্রী + ল = শ্রীল, বহু + ল = বহুল, কুশ + ল = কুশল, মাংস + ল = মাংসল, বৎস + ল = বৎসল, মৃদু + ল = মৃদুল, পাংশু + ল = পাংশুল ইত্যাদি।
- -ইয়স্, -ইষ্ঠ - বিশেষণের তারতম্য অর্থে - মহৎ + ইয়স্ = মহীয়স্, মহীয়ান; লঘু + ইয়স্ = লঘীয়স্, লঘীয়ান্ ইত্যাদি।
- লঘু + ইষ্ঠ = লঘিষ্ঠ, বৃদ্ধ + ইষ্ঠ = জ্যেষ্ঠ, প্রশস্য + ইষ্ঠ = শ্রেষ্ঠ, যুবন্ বা অল্প + ইষ্ঠ = কনিষ্ঠ, গুরু + ইষ্ঠ = গরিষ্ঠ ইত্যাদি।

বাংলা শব্দপ্রত্যয় বা তদ্ধিতপ্রত্যয়

- -আমি, -মি, -আমো, -মো - ভাব বা কাজ বোঝাতে - নেকা +আমি = নেকামি, পাকা + আমি = পাকামি, জেঠা + আমি = জেঠামি, গোঁড়া + আমি = গোঁড়ামি, গুণ্ডা + আমি = গুণ্ডামি, দুষ্টু + আমি = দুষ্টামি, ভাঁড় + আমি = ভাঁড়ামি, বাঁদর + আমি = বাঁদরামি, পাগল + আমি = পাগলামি, ভণ্ড + আমি = ভণ্ডামি ইত্যাদি।

- ছেলে + মি = ছেলেমি, বুড়ো + মি = বুড়োমি ইত্যাদি।

- বাঁদর + আমো = বাঁদরামো, পাকা + আমো = পাকামো, নেকা + আমো = নেকামো, কিপটে + আমো = কিপটেমো ইত্যাদি।

- -আর, -আরি (আরী) - স্থান, অবস্থা, বৃত্তি, প্রভৃতি অর্থে - ভাঁড় + আর = ভাঁড়ার, মাঝ + আর = মাঝার, কাম + আর = কামার, চাম + আর = চামার, কুম্ (<কুম্ভ) + আর = কুমার ইত্যাদি।

- কাঁসা + আরি = কাঁসারি (আরী - কাঁসারী), রকম + আরি = রকমারি, মাঝ + আরি = মাঝারি (আরী - মাঝারী), পূজা + আরি = পূজারি, জুয়া + আরি = জুয়ারি, শাঁখা + আরি = শাঁখারি ইত্যাদি।

বাংলা শব্দপ্রত্যয় বা তদ্ধিতপ্রত্যয়

- -ই এই প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষ্য ও বিশেষণ হয়।
- আচরণ ও ভাব অর্থে - শয়তান + ই = শয়তানি, চালাক + ই = চালাকি, বজ্জাত + ই = বজ্জাতি, বেয়াদব + ই = বেয়াদবি, ছিনাল + ই = ছিনালি, ছেনালি ইত্যাদি।
- বৃত্তি অর্থে - ডাক্তার + ই = ডাক্তারি, মাষ্টার + ই = মাষ্টারি, ব্যারিস্টার + ই = ব্যারিস্টারি, দালাল + ই = দালালি, কবিরাজ + ই = কবিরাজি, রাখাল + ই = রাখালি, ড্রাইভার + ই = ড্রাইভারি, পণ্ডিত + ই = পণ্ডিতি, উকিল + ই = ওকালতি ইত্যাদি।
- সম্বন্ধ ও জাত অর্থে - সাফা + ই = সাফাই, গদা + ই = গদাই, ঢাকা + ই = ঢাকাই, পাটনা + ই = পাটনাই, মুঙ্গের + ই = মুঙ্গেরি, খাগড়া + ই = খাগড়াই ইত্যাদি।
- দিন নির্দেশক অর্থে - পাঁচ + ই = পাঁচই, সাত + ই = সাতই, আট + ই = আটই, দশ + ই = দশই ইত্যাদি।

বাংলা শব্দপ্রত্যয় বা তদ্ধিতপ্রত্যয়

- উপাদান থেকে জাত অর্থে - কাঠ + ই = কাঠি, বাঁশ + ই = বাঁশি, বরফ + ই = বরফি, কাঁসা + ই = কাঁসি ইত্যাদি।
- অন্যান্য অর্থে - কণ্ঠ + ই = কণ্ঠি, ফাঁস + ই = ফাঁসি, ডিঙা + ই = ডিঙি, চাঁদ + ই = চাঁদি, কলশ + ই = কলশি, আজ + ই = আজি, নিশা + ই = নিশি, আসমান + ই = আসমানি ইত্যাদি।
- বৃত্তি ও ব্যাবসা অর্থে - ঢাক + ই = ঢাকি, করাত + ই = করাতি, চাষ + ই = চাষি, পাঞ্জাব + ই = পাঞ্জাবি, নেপাল + ই = নেপালি, তিব্বত + ই = তিব্বতি, কাশ্মীর + ই = কাশ্মীরি, বিলেত + ই = বিলিতি, দেশ + ই = দেশি ইত্যাদি।
- আছে অর্থে - দাম + ই = দামি, ভার + ই = ভারি, রাগ + ই = রাগি ইত্যাদি।
- নিপুণ অর্থে - শিকার + ই = শিকারি, সেতার + ই = সেতারি, হিসেব + ই = হিসেবি, মজলিশ + ই = মজলিশি ইত্যাদি।
- বিবিধ অর্থে - সেলাম + ই = সেলামি, বাদাম + ই = বাদামি, জবাব + ই = জবাবি, দর্শন + ই = দর্শনি, আশীর্বাদ + ই = আশীর্বাদি, মরম + ই = মরমি, দরদ + ই = দরদি, গোলাপ + ই = গোলাপি, বেগুন + ই = বেগুনি, জাফরান + ই = জাফরানি, নমস্কার + ই = নমস্কারি ইত্যাদি।

- -ইয়া (-এ) চলিতভাষায় অভিশ্রুতির ফলে - ইয়া > এ হয়। এই প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষ্য ও বিশেষণ হয়।

- বৃত্তিজীবী অর্থে - জোগাড় + ইয়া > এ = জোগাড়িয়া > জোগাড়ে, কীর্তন + ইয়া > এ কীর্তনিয়া > কীর্তুনে, জাল + ইয়া > এ = জালিয়া > জেলে, মুটে, কম্বুলে ইত্যাদি।

- স্বভাব অর্থে - একগোঁ + ইয়া > এ = একগোঁইয়া > একগুঁয়ে, কাঁদন + ইয়া > এ = কাঁদনিয়া > কাঁদুনে, রগড় + ইয়া > এ = রগড়িয়া > রগুড়ে, একপাশ + ইয়া > এ = একপাশিয়া > একপেশে। অনুরূপ, আমুদে, আদুরে, নাটুকে, বানুরে ইত্যাদি।

- সেই থেকে জাত অর্থে - মাটি + ইয়া > এ = মাটিয়া > মেটে, কাঁকর + ইয়া > এ = কাঁকুরে, বেলে, পাথুরে, দাপুটে ইত্যাদি।

বাংলা শব্দপ্রত্যয় বা তদ্ধিতপ্রত্যয়

- সেই দেশীয় অর্থে - শান্তিপুর + ইয়া > এ = শান্তিপুরিয়া > শান্তিপুরে, নাগপুর + ইয়া > এ = নাগপুরিয়া > নাগপুরে, চাট্‌গাঁ + ইয়া > এ = চাট্‌গাঁইয়া > চাটগেঁয়ে ইত্যাদি।

- অনুকার শব্দে - গন্‌গন্‌ + ইয়া > এ = গনগনিয়া > গনগনে, টক্‌টক্‌ + ইয়া > এ = টকটকিয়া > টকটকে, কনকনে, দগদগে ইত্যাদি।

- ব্যক্তির নাম, জাত, সম্বন্ধ, মাস প্রভৃতি অর্থে - মানিক + ইয়া > এ = মানকিয়া > মানকে, রাখাল + ইয়া > এ = রাখালিয়া > রাখালে, বেগুন + ইয়া > এ = বেগুনিয়া > বেগুনে, পাহাড় + ইয়া > এ = পাহাড়িয়া > পাহাড়ে, শহর + ইয়া > এ = শহরিয়া > শহুরে, তিরিশ + ইয়া > এ = তিরিশিয়া > তিরিশে, আষাঢ় + ইয়া > এ = আষাঢ়িয়া > আষাঢ়ে ইত্যাদি।

বাংলা শব্দপ্রত্যয় বা তদ্ধিতপ্রত্যয়

- -উয়া (-ও) চলিতভাষায় উয়া > ও হয়। এই প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষণ হয়।

- সম্বন্ধ অর্থে - মাছ + উয়া > ও = মাছুয়া > মেছো, ধান + উয়া > ও = ধানুয়া > ধেনো, জল + উয়া > ও = জলুয়া > জোলো, কাঠ + উয়া > ও = কাঠুয়া > কেঠো, জ্বর + উয়া > ও = জ্বোরো, খড় + উয়া > ও = খড়ো ইত্যাদি।

- স্বভাব, নৈপুণ্য, বৃত্তি, প্রভৃতি অর্থে - ভাত + উয়া > ও = ভাতুয়া > ভেতো, বন + উয়া > ও = বনুয়া > বুনো, গাঁ + উয়া > ও = গাঁউয়া > গেঁয়ো, পট + উয়া > ও = পটো, গাছ + উয়া > ও = গেছো, কাজ + উয়া > ও = কেজো ইত্যাদি।

- আছে অর্থে - টাক + উয়া > ও = টাকুয়া > টেকো, কুঁজ + উয়া > ও = কুঁজুয়া > কুঁজো, বাত + উয়া > ও = বেতো, গোঁফ + উয়া > ও = গুঁফো ইত্যাদি।

বাংলা শব্দপ্রত্যয় বা তদ্ধিতপ্রত্যয়

- -উক স্বভাব অর্থে এই প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষণ হয়।
- যেমন - পেট + উক = পেটুক, নিন্দা + উক = নিন্দুক, মিথ্যা + উক = মিথ্যুক, লাজ + উক = লাজুক, হিংসা + উক = হিংসুক ইত্যাদি।
- -টিয়া (টে) এই প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষণ হয়।
- যেমন - ঝগড়া + টিয়া > টে = ঝগড়াটিয়া > ঝগড়াটে, তামা + টিয়া > টে = তামাটিয়া > তামাটে, ভাড়া + টিয়া > টে = ভাড়াটিয়া > ভাড়াটে, ঘোলা + টিয়া > টে = ঘোলাটে, রোগা + টিয়া > টে = রোগাটে, বোকা + টিয়া > টে = বোকাটে পাগলা + টিয়া > টে = পাগলাটে, ধোঁয়া + টিয়া > টে = ধোঁয়াটে, সাদা + টিয়া > টে = সাদাটে ইত্যাদি।

বাংলা শব্দপ্রত্যয় বা তদ্ধিতপ্রত্যয়

- -পানা, -পারা - সাদৃশ্য অর্থে এই প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষণ হয়।
- যেমন - চাঁদ + পানা = চাঁদপানা, রোগা + পানা = রোগাপানা, লাল + পানা = লালপানা, কুলো + পানা = কুলোপানা, হাঁড়িপানা, রাঙাপানা ইত্যাদি।
- পাগল + পারা = পাগলপারা, চাঁদ + পারা = চাঁদপারা, ভাঁটা + পারা = ভাঁটাপারা ইত্যাদি।
- -আই - নামের সংক্ষিপ্ত রূপ (আদর অর্থে) - বল + আই = বলাই (বলরাম), জগ + আই = জগাই (জগন্নাথ), কান + আই = কানাই (কৃষ্ণ), মাধ + আই = মাধাই (মাধব) ইত্যাদি।
- সম্বন্ধ অর্থে - মোগল + আই = মোগলাই, চোর + আই = চোরাই, ভোর + আই = ভোরাই ইত্যাদি।
- ভাবার্থে - বড়ো + আই = বড়াই, মিঠা + আই = মিঠাই, চিকন + আই = চিকনাই, নিঠুর + আই = নিঠুরাই, পাগল + আই = পাগলাই, খাড়া + আই = খাড়াই ইত্যাদি।

বাংলা শব্দপ্রত্যয় বা তদ্ধিতপ্রত্যয়

- -আল, -আলো, -আলি - স্বভাব, গুণ, সম্বন্ধ অর্থে - পাঁক + আল = পাঁকাল, মাত + আল = মাতাল, ভাটি + আল = ভাটিয়াল, ধার + আল বা আলো = ধারাল, ধারালো, দুধ + আল = দুধাল, শাঁস + আল বা আলো = শাঁসাল বা শাঁসালো, আঠা + আল বা আলো = আঠাল বা আঠালো, বঙ্গ + আল = বঙ্গাল > বাঙাল, তেজ + আল = তেজাল, লাঠি + আল = লাঠিয়াল > লেঠেল, কবি + আল = কবিয়াল, মাথা + আল = মাথাল, জাঁক + আলো = জাঁকালো, ঝাঁজ + আলো = ঝাঁজালো, জমক + আলো = জমকালো ইত্যাদি।

- সম্বন্ধ ও সাদৃশ্য অর্থে - মাইয়া + আলি = মাইয়ালি > মেয়েলি, রূপা + আলি = রূপালি (-লী), সোনা + আলি = সোনালি (-লী), সুতালি, গোড়ালি ইত্যাদি।

- ভাবার্থে - ঠাকুর + আলি = ঠাকুরালি, ঘটক + আলি = ঘটকালি, মিতা + আলি = মিতালি, নগর + আলি = নগরালি, চতুর + আলি = চতুরালি ইত্যাদি।

বাংলা শব্দপ্রত্যয় বা তদ্ধিতপ্রত্যয়

- -বন্ত, -মন্ত - আছে অর্থে - ভাগ্য + বন্ত = ভাগ্যবন্ত, ফল + বন্ত = ফলবন্ত, বিদ্যা + বন্ত = বিদ্যাবন্ত, প্রাণ + বন্ত = প্রাণবন্ত, গুণ + বন্ত = গুণবন্ত ইত্যাদি।

- পয় + মন্ত = পয়মন্ত, শ্রী + মন্ত = শ্রীমন্ত, বুদ্ধি + মন্ত = বুদ্ধিমন্ত, লক্ষ্মী + মন্ত = লক্ষ্মীমন্ত ইত্যাদি।

- -পনা - ভাবার্থে - বীর + পনা = বীরপনা, গিন্নি + পনা = গিন্নিপনা, দুরন্ত + পনা = দুরন্তপনা, বেহায়া + পনা = বেহায়াপনা অনুরূপ, জাঠাপনা, হ্যাংলাপনা, সতীপনা, নেকাপনা, (ন্যাকাপনা) ইত্যাদি।

সহায়ক গ্রন্থ

- বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা প্রসঙ্গ, কালীপদ চৌধুরী